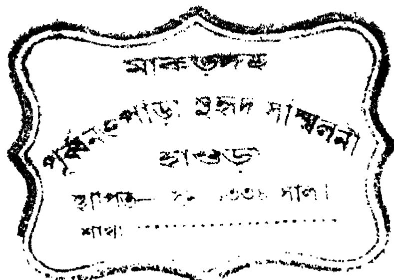
অগ্নি-শিখা

(পৌরাণিক নাটিকা)

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক, এম-এ, বি-এল্

প্রণীত



চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন

বজ্ বজ্

আট আনা

প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী, বি-এল্
চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন
বজ্ বজ্, পোঃ—বজ্ বজ্, ২৪ পরগণা

প্রথম অভিনয়
মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে
৩২শে শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল

মুদ্রাকর—শ্রীসতীশচন্দ্র বিশ্বাস
নিউ পার্ল্ প্রেস
১৫৭।বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

এই নাটিকার বিষয় সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। এ বিষয়ে আমি বাল্মিকীর রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ এই তিনেরই অনুসরণ করেছি। তবে নাটকত্বের অনুরোধে স্থানে স্থানে স্বকপোলকল্পিত ঘটনারও অবতারণা করতে দ্বিধা করিনি—যেমন হাস্যরস সৃষ্টির জন্য রাবণবধের পরেও কালনেমিকে জীবিত রেখেছি। আশা করি এই রকম কবি-স্বাধীনতাকে রসিকসমাজ মার্জ্জনা করবেন।

নাটিকাটির ভাষা একটু সংস্কৃতঘেঁসা হয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টির অন্য উপায় ছিল না।

নাটিকাটির নামের সার্থকতা দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রামের বাক্য হতে এবং ঐ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সরমার বাক্য হতে প্রতিপন্ন হবে। এ নামটির জন্য আমি সু-অভিনেতা শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়ের নিকট ঋণী।

আমার কবি-বন্ধু শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি ও শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এই নাটিকা রচনায় আমাকে কিছু কিছু সাহায্য করেছেন—সেজন্য তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। নটাগ্রণী শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নাটিকাটিকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী রূপ দেবার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৩০ শে শ্রাবণ—
১৩৩০ সাল।



গ্রন্থকার

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

রাম	অযোধ্যারাজ দশরথের পুত্র
লক্ষ্মণ	রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
হনুমান	রামের অনুচর
বিভীষণ	লঙ্কাধিপতি রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
কালনেমি	রাবণের মাতুল
মাল্যবান	রাবণের মাতামহ
অগ্নি	দেবতা

বৈতালিক

স্ত্রী

সীতা	রামের স্ত্রী
মন্দোদরী	রাবণের স্ত্রী
সরমা	বিভীষণের স্ত্রী
ত্রিজটা	প্রধানা চেড়ী

চেড়ীগণ

অভিনয়কালীন পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন মার্জ্জনীয়

অগ্নি-শিখা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

———o———

শিবিরাভ্যন্তর। রাম একটি অনুচ্চ আসনে বসে আছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর ও চিন্তাভারে ঈষৎ অবনত। পাশে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে ধনুঃশর। পদপ্রান্তে হনুমান নতজানু হয়ে বসে আছেন। সম্মুখে একদল চেড়ী বন্দনাগান গাইচে।

(গান)

নরবীর তুমি নরবীর তুমি নরবীর তুমি রাম
কোথা হতে এসে এ সুদূর দেশে দাঁড়াইলে অনুপাম।
তুমি জিনিলে কনক-লঙ্কা,
পুতিলে তোমার বিজয়-নিশান
বাজালে বিজয়-ডঙ্কা,
সমরে অমর-বিজয়ী রাবণে পাঠালে তিমির-ধাম।

নরবীর তুমি নরবীর তুমি নরবীর তুমি রাম,
নবজাত শিশু চমকে আজিকে শুনিয়া তোমার নাম।

তুমি জিনিলে কনক-লঙ্কা,
আকাশে বাতাসে সৌধে সাগরে
ছড়ালে ভীষণ শঙ্কা,
রাক্ষস-নারী-নয়নে ঝরালে বারিধারা অবিরাম।

রা। যাও চেড়ীগণ।

(চেড়ীগণের প্রস্থান)

ল। (স্বগত)

অগ্রজের মুখকান্তি কি হেতু গম্ভীর?
আষাঢ়ের নভস্তলে নববরষার
ঘন আড়ম্বর সম, নয়ন যুগল
অন্তর্গূঢ় বাষ্পে যেন পরিক্লিন্ন অতি।
রহি রহি বহে উষ্ণ গভীর নিঃশ্বাস
দীর্ঘতম—নাহি জানি কোন্ ঝটিকার
পূর্ব্ব এ সূচনা। নাহি সাহসে কুলায়
আমারো কহিতে কথা, কিন্তু কিন্তু—

(প্রকাশ্যে) দাদা!

রা। (চমকিত হয়ে)

কি লক্ষণ?

ল। দশমাস অবিশ্রাম করিয়া সমর
বিনির্জিয়া আমমাংস-ভক্ষক রাক্ষসে
আমরা বিজয়-লক্ষ্মী করেছি অর্জ্জন,
তবু ও বদন কেন চিন্তাকুল আজি

অপ্রফুল্ল [illegible] মত
কিসের—কিসের চিন্তা করিতেছ দাদা ?

রা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে)
জানিবে পশ্চাতে।

ল। (স্বগত)
এই প্রকাশ-দীনতা
নহে স্বাভাবিক, এই বাক্য পরিমিত
স্মিত-হাস্যহীন, যেন ফেনপুঞ্জ-হারা
নিস্তরঙ্গ সাগরের স্তব্ধ জলরাশি
অকল্লোল—
(প্রকাশ্যে)
কহ সৌম্য বুঝিতে না পারি
উৎসাহ না দাও কেন করিতে উৎসব ?

রা। উৎসব ! কিসের ভ্রাতা ? লক্ষ রক্ষোবালা
কাঁদিছে না সিন্ধুতীরে পতি-পুত্রহীনা
কপালে কঙ্কণ হানি, দগ্ধ চিতা পাশে ?

ল। অনিবার্য্য অনুষঙ্গ ইহা সমরের।

রা। অনিবার্য্য জানি কিন্তু সমবেদনায়
ব্যথিত কাতর চিত্ত রণোন্মাদে মাতি
করি নাই অনুভব ইতিপূর্ব্বে যাহা।

ল। করুণাসাগর তুমি রঘুচূড়ামণি।

রা। করুণাসাগর ! হায়, নৃশংস কে আর
আছে মোর চেয়ে ? স্বপ্নে দেখিয়াছি কাল

রুধির-প্লাবিত লঙ্কা উঠে স্ফীত হয়ে
অনন্ত অম্বর পানে, জল স্থল ব্যোম
পূরিল লোহিত স্রোতে, তার মাঝে আমি
একাকী দাঁড়ায়ে শুধু রক্ত-কলেবর।

ল। দুর্ব্বলতা কেন দাদা ? কর পরিহার
এই দীন আত্মগ্লানি।

রা। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ স্বরে)
শান্ত হও ভ্রাতা !
জান নাকি বিশ্বমাঝে সেই সে দুর্ব্বল
পরদুঃখে নাহি গলে হৃদয় যাহার ?
(লক্ষ্মণ মাথা নীচু করলেন)
ও কি ! তব মুখে কেন ক্ষুব্ধ অভিমান ?
(লক্ষ্মণ নিরুত্তর রইলে)
আহত হয়েছ বুঝি বাক্যবাণে মোর ?

ল। তিরস্কারে আছে দাদা তব অধিকার।

রা। (সস্নেহে লক্ষ্মণকে কাছে টেনে নিয়ে)
ক্ষম এ রূঢ়তা ভাই অনিচ্ছা-প্রসূত।

ল। (রামের কাছে নতজানু হয়ে)
দাদা দাদা বাড়ায়োনা অপরাধ মোর
কিন্তু আমি সত্য কথা কহিব নির্ভয়ে,
অত্যাচারী মহাপাপী রাবণে দণ্ডিয়া
পরিতাপক্লিষ্ট নহে আমার হৃদয়।

রা। দণ্ডিয়াছ শুধু কি রাবণে ?

ল। দণ্ডিয়াছি

সুবিপুল-শাখাময়ী বংশাবলি তার,

একের পাপের ফল ভুঞ্জে শতজনে।

রা। বিনাদোষে ?

ল। না না দাদা সংসর্গের দোষে।

দুগ্ধ যথা দধি হয় অম্ল পরশনে,

অম্ল যথা বিষ হয় তাম্র সহযোগে,

তাম্র যথা—

রা। ওই চিন্তা—ওই চিন্তা মোর।

(কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো)

ল। (স্বগত)

কী চিন্তা যে অগ্রজের বুঝিতে না পারি।

ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য মুখ, রোষ-সম্মিলিত

সুতীব্র বেদনা যেন নির্ম্মম প্রস্তরে

উল্লিখিত, ভাস্করের তরুণীর মুখে।

রা। সংসর্গের দোষে দণ্ড নিরপরাধের—

(প্রকাশ্যে)

সীতারে আনিতে কেহ গেছে হনুমান ?

হ। গেছে বিভীষণ, প্রভু, তোমারি আদেশে।

রা। আমারি আদেশে—সত্য, পড়িয়াছে মনে।

ল। (স্বগত)

দেবী জানকীর চিন্তা, নাহিক সংশয় ;
কিন্তু সে চিন্তায় এ কী কল্পনা-অতীত
নিরানন্দ ভাব ! এ যে অচিন্ত্য দুর্বোধ।

রা। (হনুমানের প্রতি)

রাবণ-বধের বার্ত্তা পেয়েছে কি সীতা ?

হ। সে বার্ত্তা এ দাস তব সকলের আগে
বিদ্যুতের বেগে গিয়া করেছে প্রদান।

রা। কেমনে সে বার্ত্তা সীতা করিল গ্রহণ ?

হ। কেমনে বৈদেহী-নাথ ? দুই চক্ষু দিয়া
যেন উদ্যানের দুই জলযন্ত্র হতে
ঝরিল অঝোরে অশ্রু জননীর মোর,
তরলিত মুক্তা সম আনন্দের ধারা।

রা। (স্বগত)

আনন্দের ধারা ! হায় আনন্দের !

(সহসা প্রকাশ্যে)

উঃ !

হ। কি হলো !

ল। কি হলো দাদা ?

রা। কিছু নয়, শুধু—
পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত সম হ'ল অনুভব !

হ। মায়াবী রাক্ষস কেহ আছে বা জীবিত
হানিছে বা শব্দভেদী অদৃশ্য শায়ক।

ল। 　　　অদৃশ্য বাণের কথা কভু শুনি নাই।

রা। 　　　　আবার সে অনুভূতি

ল। 　　　　　　　　　　বড়ই অদ্ভুত !

হ। 　　　নিশ্চয় অদৃশ্য বাণ, চলিলাম আমি
　　　　খুঁজিয়া মারিতে সেই মায়াবী রাক্ষসে।

(হনুমানের বেগে প্রস্থান)

রা। 　　　তিষ্ঠ হনুমান, নহে বাণের আঘাত,
　　　　তুচ্ছ বেত্রাঘাত মাত্র, গিয়াছে চলিয়া।
　　　　আহা আত্মসুখহীন রামগত প্রাণ !
　　　　এই যে আবার পৃষ্ঠে পড়িছে সঘনে—
　　　　শুধু পৃষ্ঠে কেন, হস্তে, পদে, উরঃস্থলে,
　　　　সর্ব্ব অঙ্গে—কিন্তু এতে কিবা আসে যায়,
　　　　সহিব নীরবে—

(নেপথ্যে কলকোলাহল)

　　　　　　　　ওকি, কিসের ও ধ্বনি !

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে) সীতারাম সীতারাম জয় সীতারাম !

ল। 　　　কটকের কপিগণ করিছে উল্লাস
　　　　আসিছেন আর্য্যা দেবী বুঝি এতক্ষণে।

(স্বর্ণবেত্র হস্তে বিভীষণের প্রবেশ)

বি। (নতশিরে)
　　　　এসেছেন শিবিকায় শিবির-দুয়ারে
　　　　পত্নী তব হে নরেন্দ্র।

রা। 　　　　　　　　　শিবিকায় কেন ?

বি। পদব্রজে মিত্রবর আনিতে কি পারি
সুচিরবিরহশীর্ণা প্রতিপদক্ষীণ
চন্দ্রলেখা সম তন্বী রাজকন্যকায় ?
রা। বিলম্ব কি হেতু এত !
বি। বিলম্বের হেতু,
মলিন বসন জীর্ণ করি পরিহার
তব সম্ভাষণযোগ্য পট্টবাস আর
রত্ন আভরণ আদি অঙ্গে পরিধান।
রা। রত্ন আভরণ ! কিবা প্রয়োজন ছিল ?
বি। সরমা-নির্ব্বন্ধে শুধু এই সজ্জা তাঁর।
নতুবা না ছিল তাঁর চিত্তে অভিলাষ
এমন কি সমাপিতে স্নান অঙ্গরাগ।
রা। সেই ত উচিত ছিল, পতিব্রতা নারী
পতিসঙ্গ-সমুৎসুকা—হয় কি সজ্জিত
ক্ষুদ্র বিলাসিনী সম ? বেশ, তারপর ?
বি। তারপর বিলম্বের হেতু, হে রাঘব,
আমার নির্ব্বন্ধে চড়ি বস্ত্র-পরিবৃত
স্বর্ণ-শিবিকায়, যবে হলেন বাহির
রাজপথে, চতুর্দ্দিকে বানর-সংহতি
করিল বেষ্টন তাঁরে দর্শনলালসে।
সে জনতাব্যূহ ভেদি বহুকষ্টে আমি
বেত্রাঘাতে সরাইয়া কৌতূহলী-দলে—

ধিক্ বিভীষণ ধিক্ ! জাননা কি তুমি
রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী,
দর্শনীয়া প্রজাদের ? জানোনা কি তুমি
প্রজা আর পুত্র এক, জানোনা কি তুমি
তারা মোর পুত্রাধিক, পুত্র হতে প্রিয় ?
সীতার উদ্ধার লাগি তুচ্ছ করি প্রাণ
যুঝিয়াছে রণক্ষেত্রে—শেষে বেত্রাঘাত !
এই পুরস্কার ! দেখো দেখো বিভীষণ

(পৃষ্ঠবস্ত্র উন্মোচন করে)

কার অঙ্গে বেত্রাঘাত করিয়াছ তুমি ।

ল । সত্যই যে রক্তরেখা উঠেছে ফুটিয়া—

বি । (রামের পা জড়িয়ে ধরে)
ক্ষমা কর মহাপ্রাণ, ক্ষমা কর মোর
ক্ষুদ্র আচরণ, আমি ক্ষুদ্রাশয় অতি ।

রা ওঠো ওঠো বন্ধুবর, কিন্তু কভু আর
হয়োনা নিষ্ঠুর হেন, যাও কহ গিয়া
সীতারে আদেশ মোর, আসিতে হেথায়
পাদচারে—দেখুক না বানরসংহতি ।
রমণীর আবরণ নহে বন্ধু জেনো
কি গুণ্ঠন কি প্রাচীর কি তিরস্করণী,
সচ্চরিত্র একমাত্র আবরণ তার ।

(বিভীষণের প্রস্থান)

ল। (স্বগত)

আশঙ্কা হতেছে মনে, বুঝি আর নাই
আর্য্যা প্রতি অগ্রজের পূর্ব্ব সমাদর।

(নেপথ্যে বহুকণ্ঠে) জয় সীতা! জয় সীতা! জয় সীতারাম!

ল। (স্বগত) আসিছেন, এইবার কি যেন কি হয়।

(ধীরে ধীরে সীতার প্রবেশ। প্রেমস্নিগ্ধ সজল চক্ষে রামকে দেখতে দেখতে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। লক্ষণ সীতাকে প্রণাম করলেন)

সী। চিরসুখী হও বৎস, চির-আয়ুষ্মান্।

(পুনর্ব্বার স্থির দৃষ্টিতে রামকে দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রামও অপলক তৃষার্ত্ত দৃষ্টিতে সীতাকে দেখছিলেন—সীতা অতিমাত্র নিকট-বর্ত্তী হতেই সহসা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মুখ নীচু করলেন। সীতার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল)

সী। (বাষ্পজড়িত ভগ্নস্বরে)

আর—আর—আর্য্যপুত্র!

(গলবস্ত্র হয়ে রামকে প্রণাম করলেন)

রা। থাক্ থাক্ জনক-দুহিতা।

সী। (স্বগত)

এতদিন পরে এই সম্ভাষণ!
প্রিয়তমে দূরে থাক্, সীতাও কি নয়?
মোর তরে কত কষ্ট সহিয়াছ নাথ।

(প্রকাশ্যে)

রা। নহেক তোমার লাগি মিথিলা-নন্দিনী
অযোধ্যার রাজকীর্ত্তি অক্ষুন্ন রাখিতে।

সী। (স্বগত)
একি ভয়ঙ্কর কথা !

(প্রকাশ্যে)
প্রভু, প্রিয়তম !

রা। বুঝিলে না ? সূর্য্যবংশ-নৃপতির মান
রক্ষোরাহু করেছিল গ্রাস,
তোমারে উদ্ধার করি সে গৌরবরবি
মুক্ত করিয়াছি। যাও, তুমিও এখন
মুক্ত সেই মত।

সী। মুক্ত আমি ! এ কথার উদ্দেশ্য কি নাথ ?

রা। বুঝে দেখ মনে।

সী। কি বুঝিব ? বুদ্ধি মোর হতেছে বিকল।
কতকাল পরে
রাজীব-চরণ দুটি যদি হেরিলাম
নেত্রজল-আবরণ-অন্তরাল হতে,
না মিটিতে আঁখির পিয়াসা
'যাও' বলি দিতেছ সরায়ে !

রা। উপায় কি ? তুমি এবে স্বাধীনা রমণী,

যথা ইচ্ছা যেতে পারো।

(লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ-ভাবে রামের দিকে চাইলেন)

সী। (ঈষৎ স্মিতমুখে)

আর্য্যপুত্র! পরিহাস বুঝি?

রা। নহে পরিহাস বালা, সত্য মোর কথা—

তোমারে গ্রহণ করা সাধ্যাতীত মোর।

রাবণের অন্তঃপুরে ছিলে এতদিন—

সী। উঃ—

(শিবিরের একটি স্তম্ভে মাথা রাখলেন)

ল। দেবি! দেবি!

(সীতার কাছে ছুটে গেলেন)

সী। (ধীরে ধীরে চোখ চেয়ে)

এই ছিল অদৃষ্টে আমার?

তুমি মোরে কর অবিশ্বাস?

রা। অবিশ্বাস বিশ্বাসের কথা নয় সীতা,

ফিরিলে তোমারে লয়ে অযোধ্যার পুরে

কি বলিবে প্রজাগণ?

সী। কি বলিবে অন্তর তোমার

ত্যাগ করে যদি চলে যাও?

রা। অন্তরের কথা মোর অন্তরেই থাক্—

বুঝিতে চাহিনা, নাহি চাহি শুনাবারে।

ল। (ক্রুদ্ধস্বরে)

দাদা!

রা। (কঠোর বজ্রগম্ভীর স্বরে)
লক্ষ্মণ !

ল। এ—এ—

(চুপ করলেন)

রা। এ সিদ্ধান্ত করিয়াছি স্থির
ভূয়িষ্ঠ বিচারে।

ল। (স্বগত)
যেন কালান্তক যম
অগ্রজের মূর্ত্তি আজ, অতি ভয়ঙ্কর।

সী। হে রাঘব, হে দয়িত, হে জীবিতনাথ,
এই যদি সংকল্প তোমার
এতই কঠিন যদি করেছ হৃদয়,
হে লক্ষ্মণ, হে প্রিয় দেবর,
রাখ আজ্ঞা মোর—
সাজাও জ্বলন্ত চিতা, প্রবেশিব তায়।

ল। (কৃতাঞ্জলিপুটে)
দাদা দাদা রক্ষা কর করিয়া গ্রহণ।

রা। অসম্ভব ! বিপঙ্কিল করিতে পারিনা
বিখ্যাত ইক্ষাকুবংশ—ভ্রাতৃবধূ তব
বলেছেন উপযুক্ত কথা।

ল। উপযুক্ত কথা !

রা। স্বর্ণের বিশুদ্ধি শুধু জানা যায় ভাই
অগ্নি-পরীক্ষায়।

ল। স্বর্ণ সে কঠিন দাদা, এ যে স্বর্ণ-চাঁপা
নিমেষেই ভস্ম হয়ে যাবে।

রা। যায় যাবে, পুড়ে যাবে কলঙ্ক আমার।

ল। দাদা দাদা ক্ষমা কর অনুজে তোমার—

রা। আজ্ঞা মোর করহ পালন।

সী। বিলম্ব করোনা বৎস, মিনতি আমার।

ল। শক্তিশেল কোথা তুমি? এসো আর বার
বেঁধো লক্ষ্মণের বুকে, হায় হনুমান
বিশল্যকরণী এনে কেন সেইদিন
বাঁচাইলে? মরিতাম সেই ছিল ভালো
হেন নিষ্করুণ কাজ সাধিবার চেয়ে।

রা। সাজেনা, সৌমিত্রি, তব এ হেন বিলাপ,
ক্ষত্র তুমি।

ল। দস্যু আমি

(সীতার প্রতি)

চল মাতা—

সী। (রামের প্রতি)

বিদায় প্রাণেশ,
চিরতরে অভাগীর শেষ প্রণিপাত।

(রামকে প্রণাম করে লক্ষণের সঙ্গে প্রস্থান)

রা। হৃদয় বিদীর্য্যমান হয়েছিল, তবু
করিয়াছি কোনরূপে কর্ত্তব্য পালন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লঙ্কার পথ—কালনেমির প্রবেশ।

কা। বাবা! লঙ্কার দফা যে দেখ্‌চি রফা। সমুদ্রের ধারে দেখে এলুম সারি সারি চিতা জ্বল্‌চে—ধোঁয়ার চোটে চোখে দেখা যায় না, চামসা গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়। মাঠের মধ্যে দেখে এলুম গাদি গাদি হাতী ঘোড়া রাক্ষস—চোখ উল্‌টে, দাঁত সিঁটকে পড়ে আছে—শেয়াল শকুনে সেবা শুশ্রূষা করচে। আবার পথের ধারেও দেখচি বড় বড় বাড়ীগুলোর বেশীর ভাগই পুড়ে ছাই—যেগুলো আছে তাদেরও কোনটা হুমড়ি খেয়ে পড়েচে, কোনটা একেবারেই চিৎপাত। বাবা! এর নাম কি যুদ্ধ! এ যে মড়ক ভূমিকম্প আর অগ্নিবৃষ্টি একসঙ্গে! আমার বাড়ীটা যেন কোথায়। কি করে ঠিক করবো? পথই চিন্‌তে পারচিনা তার বাড়ী। বোধ হয় বাড়ী ফাড়ী আর কিছু নেই।

(পর পর কয়েকজন রাক্ষস কলসী মাথায় নিয়ে চলে গেল)

এরা সব কলসী নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? হয়েচে। বড় ভাগ্নেটি সাবাড় হয়েচেন কিনা—ছোট ভাগ্নেটির মাথার সোনার ছাতি উঠ্‌চে। এরা সব যাচ্ছে অভিষেকের জল আন্‌তে। একটাকেও যে চিনিনা ছাই

(কলসীকক্ষে ত্রিজটার প্রবেশ)

পেয়েছি একটা চেনা। (ত্রিজটার সামনে গিয়ে) কেমন আছ দিদি?

ত্রি। কে, কালনেমি না?

কা। তুমি ত্রিজটাই দিদি, তোমার মাথায় নিশ্চয় জট আছে।

ত্রি। তুমি বেঁচে আছ!

কা। নৈলে আর এলুম কি করে?

ত্রি। আমরা শুনেছিলুম তুমি হনুমানের হাতে—

কা। মিথ্যে শোননি দিদি। বেটা যে আছাড় দিয়েছিল, আমি বলে তাই টিকে আছি, আর কেউ হলে হাড়ে মাসে দেখাশুনো থাকতো না।

ত্রি। এতদিন কোথায় ছিলে?

কা। সে দুঃখের কথা আর বল কেন দিদি। বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে।

ত্রি। কেন?

কা। এই ত দিদি। আচ্ছা তাহলে শোন। লক্ষণের বুকে বিঁধলো শক্তিশেল, হনুমান চল্‌লো বিশল্যকরণী আন্‌তে। রাবণ বল্লে কি না হনুমানের কাজে বিঘ্ন ঘটাও। একটু আম্‌তা আম্‌তা করে মাথা চুলকেছি, আর মুণ্ডুটা ওড়ায় আর কি। বুঝলুম গোণা দিন ফুরিয়েছে, এ মারলেও মারবে, সে মারলেও মারবে। বল্‌লুম, কাজ হাসিল করলে কি দেবে বাবা।—বল্‌লে, অর্দ্ধেক লঙ্কা। কি আর করি? খানিকটা প্রাণের দায়ে, খানিকটা ঐ অর্দ্ধেকের লোভে হিমালয়ের তলায় গিয়ে আশ্রম ফাঁদলুম—একেবারে পুরোদস্তুর যোগী—নখ দাড়ী জটা।

ত্রি। তারপর?

কা। তারপর আর কি? হনুমান এসে হাজির—'ঠাকুর গন্ধমাদনটা কোন্‌দিকে?' বল্লুম—'দাঁড়াও ধ্যান করে দেখি'।

ত্রি। জান্‌তে না বুঝি?

কা। আমার চোদ্দ পুরুষ জান্‌তো না তার আমি। চোখ বুজে একটু ভেবে নিয়ে বল্লুম—'সে অতি দুর্গম স্থান—সে তুমি যেতে পারবে না।' হনুমান দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে—'পার্ব্বোনা কি রকম? এক তো আছে ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে চন্দ্র আর দ্রোণ পর্ব্বতে—আর আছে ঋষভ আর কৈলাস পর্ব্বতের মাঝখানে। এর আবার দুর্গম কোন্‌টা? তুমি শুধু পথটা দেখিয়ে দাও।'—আমি বল্লুম 'বৎস, তোমার সাহস দেখে খুসী হলুম—আমার তপোবলে তুমি যখন যেটাকে পথ বলে মনে করবে—সেইটেই হবে খাটি পথ।' বেটা এক গাল হেসে পায়ের ধুলো নিতেই বল্লুম—'পথে জল পাবে না বাপু, একটু জল খেয়ে গেলে পারতে।'

ত্রি। কমণ্ডলুতে বুঝি বিষের জল ছিল?

কা। ঠিক ধরেছ দিদি। তা বেটা বল্লে—'ও জলে আমার তেষ্টা মিটবে না, আমায় জলাশয় দেখিয়ে দিন।' দিলুম একটা সরোবর দেখিয়ে; এমন সরোবর, যাতে ছিল প্রকাণ্ড এক কুমীর। ভাবলুম আর বেটা ফিরচে না। মনে মনে লঙ্কা ভাগ করতে লাগলুম যে, পুব দিকটা নোব কি পশ্চিম দিকটা নোব। ও বাবা, একটু পরেই বেটা চোখ রাঙিয়ে এসে হাজির। বুঝলুম কুমীরের দফা ত সেরেইচে, আমার দফা না সারে। যা ভেবেছি তাই—মুখে বল্‌লে 'তবে রে ভণ্ড', হাতে ধরলে চুলের মুঠো—ব্যস্, তার পরেই একটা চড় না আছাড় ঠিক মনে নেই—সঙ্গে সঙ্গে চোখে সরষে ফুল।

ত্রি। আঃ তুমি যে ডাল পালা বের করচো, একটু ছেঁটে বলনা।

কা। ছেঁটে বল্‌বো? আচ্ছা। চট্ করে মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল।

কাঠ হয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলুম। বেটা ভাবলে মরিচি, আর ঘাঁটালে না। তারপর সেও পিছন ফেরা, আর আমিও গা ঝেড়ে উঠে দে লম্বা—

ত্রি। লঙ্কায় এলেনা কেন?

কা। ওরে বাবা! তা হলে কি আর রাবণ আস্ত রাখতো। কাল মাতলির মুখে শুনলুম সে মরেছে—তবে না আজ গুটি গুটি আস্‌ছি।

ত্রি। তা বেশ করেছ, এখন হনুমান না তোমাকে দেখতে পায়।

কা। এঁ্যা, হনুমান এখনো আছে নাকি?

ত্রি। আছে বৈ কি।

কা। নাঃ, রাবণটা দেখ্‌চি কিছু নয়। মরলি ত তাকে মেরেও মরতে পারলি নি? চল দিদি, তোমার বাড়ী যাই।

ত্রি। আমার বাড়ী কেন?

কা। একটা বাড়ীতে ত ঢুকতে হবে। তোমার বাড়ীতে থাক্‌লে সে বেটা সন্দ করবে না।

ত্রি। তাহলে দাঁড়াও—আমি আস্‌চ।

কা। কোথায় চল্‌লে? বেশী দেরী হবে না ত?

ত্রি। তা একটু হবে বৈ কি। রাবণের চিতায় এই ঘিটুকু ঢেলে আসবো।

কা। ঘি ঢেলে আসবে! কি হবে আর ঢেলে? সে এতক্ষণ নিভে গেছে।

ত্রি। নেভে কখনো? অনবরত সবাই ঘি ঢালচে।

কা। এঃ, এত ঘি কেন নষ্ট করচে?

ত্রি। সাধে নষ্ট করচে? সে দুরাচার ছিল বটে, কিন্তু রাজার মত রাজা।

কা। কিন্তু মরা গরু কখনো ঘাস খায়?

ত্রি। আঃ—সে জন্য নয়। যতক্ষণ চিতা জ্বলচে ততক্ষণ মনে হচ্চে সে আছে। সে নেই এ কথা ভাবলেও বুকটা হুহু করে ওঠে।

কা। কিন্তু সে আছে ভাবলে যে বুকটা আরো হুহু করে ওঠে। দিদি, তোমার পায়ে পড়চি ও ছাই নিভিয়ে ফেলগে।

ত্রি। কি বল্লি পাপিষ্ঠ! নিভিয়ে ফেলবো! তোর মুখ দেখতে নেই। সর্—

(সবেগে প্রস্থান)

কা। ভাল করলুম না চটিয়ে। এখন কার বাড়ী যাই?

(রাবণের রাজমুকুট নিয়ে মাল্যবানের প্রবেশ)

জুটেচে—মাল্যবান্ বুড়ো।

(মাল্যবানের দিকে এগিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে)

প্রণাম হই।

মা। কে—কে তুমি?

কা। চিন্‌তে পারলেন না? আমি।

মা। তুমি! না—তোমার মঙ্গল হোক্।

(প্রস্থানোদ্যত)

কা। আপনার বাড়ীতেই যাচ্চি জেঠামশাই।

মা। এ্যাঁ—জেঠামশাই!

কা। আমি যে কালনেমি।

মা। ওঃ তা হবে। কেমন সব গুলিয়ে গেছে—কিছু ভাল বুঝতে পারচি না। আহাহা!

কা। (স্বগত) ভীমরতি ধরলো না কি? ধরতেই পারে—রাবণের মাতামহ ত। (প্রকাশ্যে) ও রাজমুকুট নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

মা। কেন, চিতায় দিতে।

কা। চিতায় দিতে! মুকুট!

মা। তা নৈলে যে বিভীষণ পরবে। তার মাথায় কখনো মানায়?

কা। হ্যাঁ তার মাথাটা ছোট বটে। তা দিন্না, আমি কেটে ছোট করে আনি।

মা। না—না—না—এর এক টুকরোও তার মাথায় মানাবে না। যে ভাইকে ছেড়ে শত্রুর সঙ্গে মেশে—

কা। তা সে কি কর্ব্বে? সে ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম কথা বল্লে—রাবণ দিলে তাড়িয়ে। বেচারী যায় কোথায়?

মা। যায় কোথায়? বন জঙ্গল পাহাড় সমুদ্দুর কিচ্ছু ছিল না? ধার্ম্মিক! ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় স্বজন দেশ সব ডুবিয়ে দিতে হবে, না? আহাহা! ওরই জন্যে বাছা আমার—যাই তার জিনিষ তাকেই দিইগে।

(প্রস্থান)

কা। ওর দামই অর্দ্ধেক লঙ্কা। না, ছাড়া হবে না। ওঁর ত মাথার দফা ঠাণ্ডা। ভুলিয়ে ভালিয়ে ভোগা দিয়ে—

(মাল্যবানের পশ্চাতে অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়িয়ে)

এই সেরেচে! বেটা হনুমান যে। যদি চিনে ফেলে! সরে পড়ি। পা যে পাথর। রামভক্ত হয়ে রাম নাম করি। (ঢোক গিলে) গলা যে কাঠ। আবার যোগী সেজে বস্বো? কাজেই।

(চোখ বুজে বসে পড়লেন)

হনুমানের প্রবেশ)

হ। ও কে! একটা রাক্ষস না? চোখ বুজে কি বিড়বিড় করছে? নিশ্চয় এরই কাজ। (কালনেমির কাছে গিয়ে) কে তুমি?

কা। (চোখ না চেয়ে) কে বাবা, রামচন্দ্র এলে? আমি তোমারি নাম জপচি।

হ। নাম জপচো না অদৃশ্য বাণের মায়ামন্ত্র আওড়াচ্চো?

কা। সে কি কথা বাবা? আমি যে তোমার পরম ভক্ত। আমি দিব্যি গেলে বল্‌চি—আমি তোমারি নাম জপচি।

হ। এখন ইষ্টনাম জপো।

কা। না বাবা, কেন অমন নিষ্ঠুর কথা বল্‌চো? তুমিই আমার ইষ্ট। ইষ্ট হয়ে তুমি যদি আমার অনিষ্ট করো তাহলে কিন্তু তোমার নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম নামে কলঙ্ক হবে।

হ। চোখ চাও।

কা না বাবা, চোখ চাইলেই ভক্তিতে বুক ঢিপ ঢিপ করবে, জপের খেই হারিয়ে ফেলবো।

হ। আর জপ করতে হবেনা। তোর সিদ্ধিলাভ হয়েছে, বর নে।

কা। বর! না বাবা, আমি ত মেয়ে লোক নই, আমি বরং বৌ হলে নিতে পারতুম।

হ। আচ্ছা তাই নে।

(চুলের মুঠো ধরে টেনে তুলে পিঠে কিল মারলেন)

কা। উঃ—

(চোখ চেয়ে কাঁপতে লাগলেন)

হ। আর নিবি?

কা। না বাবা, আমি যোগী ব্রহ্মচারী। আমি কি একটার বেশী দুটো বৌয়ের ঠেলা সামলাতে পারি?

হ। কাঁপচিস্ কেন ?

কা। ভক্তির লক্ষণই এই—স্বেদ কম্প বেপথু। কিন্তু এ কী মূর্ত্তিতে এসে দেখা দিলে বাবা ?

হ। তোর যমের মূর্ত্তিতে। বল্—এখনো বল্, তুই কে।

কা। আমি—আমি—কাল—না,—না—

হ। কালনেমি! তুই বেঁচে আছিস ? আয় তোকে কালের নেমিতে করে ঘোরাই।

(হাত ধরে ঘোরাতে লাগলেন)

কা। ঘুরিও না বাবা, ঘুরিও না। আমি কালনেমি হব কেন ? সে ত তোমার এক থাপ্পড়েই শিঙ্গে ফঁকেচে।

হ। তুই জানলি কি করে ? (নিরীক্ষণ করে) হুঁ, ঠিক সেই চেহারা।

কা। না-না আমি তার শালা কিনা, তাই অনেকটা একরকম দেখতে।

হ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, আয় তোকে দুরকম করে দিই।

কা। ও দিদি, ও জেঠামশাই, শীগগির এসো—তোমাদের কালনেমি যায়।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বি। হনুমান, হনুমান, যাও শীঘ্র যাও।

হ। কি হয়েছে লঙ্কাপতি ?

বি। হয় নাই কিছু
এখনো, আশঙ্কা কিন্তু হতেছে বড়ই।

মনে হলো রামচন্দ্র বড়ই কুপিত
দেবী জানকীর প্রতি—

অসম্ভব কথা !

অসম্ভব বটে কিন্তু যদি বা সম্ভবে,
যাও শীঘ্র অনর্থ না ঘটিবার আগে।
বধ করে যাব না এ ভণ্ড মায়াবীরে ?
বিভীষণ, বিভীষণ, রক্ষা কর মোরে,
নতুবা ফুরাবে তব মামা ডাক ডাকা।
মাতুল যে ! কোথা হতে এত কাল পরে ?
হনুমান, কেন এঁরে চাহ বিনাশিতে ?
সন্দেহ হয়েছে মোর, মায়ামন্ত্র বলে
হেনেছে এ গুপ্ত বাণ, পড়িয়াছে যাহা
বেত্রাঘাত সম প্রভু রামচন্দ্র দেহে।
ভুল, ভুল, ছেড়ে দাও ভয়ার্ত্ত মাতুলে,
অজ্ঞাতে সে বেত্রাঘাত হানিয়াছি আমি।
কি প্রকারে ?

শুনিও পশ্চাতে, এবে যাও
শীঘ্রগতি।

(হনুমানের প্রস্থান)

বাবা বিভীষণ, বাঁচালে। চিরজীবি হয়ে মন্দোদরীকে নিয়ে ঘরসংসার করো। হ্যাঁ বাবা, তাতে কোন দোষ নেই। রাজার স্ত্রী রাজাতে পায় এ আমাদের চিরকেলে নিয়ম।

নিয়ম টিয়ম জানিনা, তবে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের আদেশ।

কা। রামচন্দ্রও মত দিয়েছেন? বাঃ বাঃ, তিনি হচ্চেন উদারচরিত্র যাকে বলে। (স্বগত) এর পিঠে একটু মোলায়েম করে হাত বুলোতে হচ্চে। লঙ্কার অর্দ্ধেকটা না হোক সিকিটাও অন্তত—(প্রকাশ্যে) যাক্ তারপর—হ্যাঁ পাপিষ্ঠ রাবণটা গেছে না পৃথিবী হাল্কা হয়েচে। আর আমি ত বরাবরই বলেছি যে তুমিই হচ্চো আমাদের কুলপ্রদীপ।

বি। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্চে আপনি আমাকে কুলাঙ্গারই বলতেন।

কা। হাঃ হাঃ, বিভীষণ, আমার কথার অর্থ বোঝনি। ও কুলাঙ্গারও যা কুলপ্রদীপও তাই। কেননা, অঙ্গার মানে কি? আঙরা। আঙরা মানে কি? যাতে আগুন গন্‌গন্‌ করচে অর্থাৎ কয়লায় জ্বালা প্রদীপ। যাক্, এখন তুমি যখন রাজা হয়েছ, সব মন্ত্রীদের ছাড়িয়ে দাও। আমি একাই তোমার মন্ত্রীত্ব করবো।

বি। মন্ত্রীত্ব করবার জন্যই এসেছেন বুঝি?

কা। আসবোনা? রাবণ যে উচ্ছন্ন গেল, সে কার দোষে? মন্ত্রীদের। সুমন্ত্রণা দিতে কি সকলে পারে? এই যে রাবণ আমাকে বলেছিল, মামা, তোমায় অর্দ্ধেক রাজত্ব দিচ্চি, তুমি দয়া করে আমার মন্ত্রী হও—হলুম? অমন পাষণ্ডের কখনো উপকার করতে আছে? আমি এঁচে বসে ছিলুম যে দিন পাইতো তোমার মন্ত্রীত্ব করবো, কেননা তুমি হচ্চো ধার্ম্মিক—তা ·মি আমাকে অর্দ্ধেক ছেড়ে যদি সিকি রাজ্যও দাও—

বি। আপনি দেখ্‌চি আমায় বড়ই স্নেহ করেন।

কা। সে আর বল্‌চো কেন বিভীষণ? আমি যে তোমার কত হিতৈষী, অর্থাৎ তোমায় কত ভালবাসি তা এই থেকেই বুঝে নেও যে যুদ্ধ বাধতেই চলে গিয়েছিলুম এক দুর্গম পর্ব্বতে—সেখানে এই এতকাল

ধরে তপস্যা করছিলুম। আর এটাও জেনে রেখো বাবা, যে রামচন্দ্র কেবল উপলক্ষ মাত্র, আমার তপস্যার জোরেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েচে।

বি। তাই নাকি? তাহলে আপনি আবার গিয়ে তপস্যায় বসুন।

কা। কেন কেন, তুমিত রাজা হয়েচ।

বি। তা হয়েচি বটে কিন্তু (চারদিক চেয়ে) রামের অধীনতা আমার ভাল লাগচেনা।

কা। তাত লাগবেই না—কেন না, সে হচ্চে একটা তুচ্ছ মানুষ। তা বেশ, সে অযোধ্যায় যাক্, আমি মন্ত্রীত্বের জোরেই তোমাকে তার অধীনতা হতে মুক্ত করবো।

বি। অত দেরী আমার সইবে না। আমি ঠিক করেছি কালই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।

কা। যুদ্ধ! রামচন্দ্রের সঙ্গে! তোমার আবার এ দুর্ম্মতি কেন? শোনো, আমি মন্ত্রণা দিচ্চি—

বি। না, মন্ত্রণা নয়। হয় আপনি গিয়ে তপস্যায় বসুন, না হয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন্—কেননা আপনার মত যোদ্ধা—ওঃ বড় সময়েই এসেচেন।

কা। না, না, যুদ্ধ কেন? যুদ্ধের চেয়ে তপস্যাই ভালো—আমি এখুনি তপস্যা করতে চল্লুম্।

(কালনেমির প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বিভীষণের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কাঠের স্তূপ সাজানো রয়েছে। সীতা স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দূরে লক্ষ্মণ নতশিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সী। জ্বালো বৎস, জ্বালো অগ্নি এবে।

ল। জ্বালিতেছি। ধরা পরে শ্মশান-চণ্ডাল
কে কোথায় আছ, এসো, দেখে যাও আজ
চণ্ডাল কাহাকে বলে। তোমরা চিতায়
শব দগ্ধ করো, তাও অনাত্মীয় শব,
সজীবনা ভ্রাতৃজায়া আমি দগ্ধ করি।

(চিতার উপর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন,
চিতা জ্বলে উঠলো)

সী। জ্বলো জ্বলো দেব বৈশ্বানর,
আরো জ্বলো, আরো তব বাড়াও সন্তাপ,
নতুবা যে অগ্নি মোর জ্বলিছে হৃদয়ে
তার তেজে পুড়ে যাবে ও মৃদু পাবক।

(অগ্নি প্রদক্ষিণ করে চোখ বুজে)

এইবার এসো প্রিয়তম
ছবি হয়ে বুকের মাঝারে,

মনের নয়ন ভরি তোমা
হেরি শেষ দেখা।
দাও দাও, ভাল করে দাও
শেষ দেখা প্রিয়ারে তোমার।
চাও চাও হাসিমুখে চাও
সেই প্রেম-বিগলিত চোখে,
একবার বল নাথ শুনি
সেই প্রেম-গদগদ ভাষা ;
বাঁধি ওই পাথেয় সম্বল
সযতনে অঞ্চলের কোণে
চলে যাই অক্ষুরণ পথে
অসীম অনন্ত কাল ধরি।
এ দেহের অণু পরমাণু
তুমিময় ছিল এতদিন,
তোমারি চরণ-প্রান্তে আজ
ফেলে যাই করি নিবেদন ;
লক্ষ্য করে দেখিলে দেখিবে
তোমারি ও চন্দ্রমুখখানি
আঁকা আছে চিতা ভস্মে মোর-
দেখে যেন হয়োনা বিহ্বল,
কেঁদোনা কেঁদোনা মোর তরে,
ভুলে যেয়ো অভাগী সীতায়,

যোগ্য সে ত নহেক তোমার
একবিন্দু চরণ-ধূলার,
আর—আর—পার যদি তবে
যোগ্যতর প্রেয়সী লভিয়া
সুখী হয়ো, সুখী হয়ে থেকো।

(নেপথ্যে সরমার গান)

(গান)

কোথায় আমার অশোক-বনের সই ?
তার বিরহে শোক জেগেছে অশোক-বনে ওই।

(সরমার প্রবেশ। তাঁর হাতে সিঁদুর-কৌটা ও আলতা)

স। এই যে সখী, তোমায় দেখ্‌তে এলুম। ও কি—আগুন জ্বালা কেন ?

সী। তোমার গান শেষ কর।

স। (স্বগত) বুঝেছি, স্বামী-মিলনের মঙ্গল আচার।

সী। আর একবার শুনি। আরত ও গান শুনবোনা।

স। আমিও শুনিয়ে দিই। তুমি চলে গেলে আর কাকে শোনাবো ? কেই বা এমন শোনবার আগেই চোখের জল ফেলবে ?

(গান)

কোথায় আমার অশোক-বনের সই ?
তার বিরহে শোক জেগেছে অশোক-বনে ওই।
পতির মিলন সোহাগ তরে
ছাড়লে আমায় বিরাগ ভরে,

মন টেকেনা কিন্তু ঘরে হায়রে তারে বই।
তার যে রাঙা চরণ দুটি,
স্থল-কমলে উঠ্‌তো ফুটি
আমার হৃদয়-সাজী লুটি যে নিল সে কই?

স। সখী, তোমার চোর পূজারী কই? আসবেন না এখানে? এলে আমি নিশ্চয় বল্‌বো যে তিনি সব লুটে নিন্—কেবল ওই স্থল-কমলদুটি ছাড়া। ও দুটি আমার, ওতে যেন তিনি না হাত দেন্।

সী। সখী—সরমা!

স। না, কাঁদলে হবে না। আমার জিনিষ আমায় দাও।

(নীচু হয়ে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। তারপর সিঁদুর-কৌটা খুলে সীঁথায় ও কঙ্কণে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে পায়ের ধুলো নিলেন। আলতা সিঁদুর পরাবার সময় নিম্নলিখিত গানটি গাইলেন)

(গান)

রাঙা পায়ে আলতা রাঙা
একটু পরলো,
ঘাসের বুকে পলাশগোছা
ফুটিয়ে ধরলো।
সিঁদুর-শিখা অটুট হয়ে
জ্বলুক সীঁথির দীপে,

উজ্জল কর কাঁকণখানি
সুকল্যাণের টিপে—
পতির ভরা অনুরাগের
সুখে ভরলো।

সী। (সরমার গলা জড়িয়ে ধরে) সখী, সখী, আমায় চিরবিদায় দাও।

স। (সীতার চোখের জল মুছিয়ে) কেঁদোনা সখী। আবার লঙ্কায় আসবে, আবার দেখা হবে।

সী। না সখী, তোমায় দেখা আমার শেষ। তোমার ভালবাসার শেষ উপহার নিয়েছি, এইবার তোমারি সামনে আগুনে প্রবেশ করবো।

(আগুনে প্রবেশ করিতে উদ্যত)

স। (সীতার হাত ধরে) সখী, সখী, কর কি ?

সী। ছেড়ে দাও সরমা, আমার বাঁচার সুখ ফুরিয়েছে।

স। কেন কেন কি হয়েচে ?

সী। স্বামী আমায় ত্যাগ করেচেন।

স। ত্যাগ করেচেন! তোমাকে! তবে কার জন্য এতদিন সীতা সীতা বলে কাঁদলেন, কার জন্য দণ্ডকারণ্য ছেড়ে লঙ্কায় এলেন, সমুদ্রের গলায় পাথরের হার পরালেন, লঙ্কার বুকে রক্তের নদী বহালেন ?

সী। সে আর কোন সীতা, আমি নই।

স। তোমার অপরাধ ?

সী। আমি রাবণের অন্তঃপুরে ছিলাম।

স। রামচন্দ্র, তোমায় দেবতা বলে জানতুম। তুমি এত ক্ষুদ্র, এত সংকীর্ণ, এত নী—

সী। (সরমার মুখ চেপে ধরে) সখী, চুপ করো। এখনো আমি জীবিত আছি।

স। এই স্ত্রী! এই স্ত্রীকে যে ত্যাগ করে সে মানুষ?

সী। সখী, তুমি অন্যায় বিচার করচো। তিনি রাজা, তাঁকে লোকনিন্দা মেনে চলতে হয়।

স। লোকনিন্দা! অযোধ্যার প্রজাই পৃথিবীর সব লোক নয়। একদিন বিশ্বের লোক তাঁর নিন্দা করবে।

সী। সখী, সখী, তোমার কথা প্রত্যাহার করো। পতিব্রতার কথা অভিশাপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

স। দাঁড়ায় দাঁড়াক্। লোকনিন্দা! না, না, এ সন্দেহ—এ পুরুষজাতির চিরন্তন ক্ষুদ্র সন্দেহ। চলো, আমি তোমায় সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছি, দেখি কেমন করে তোমায় ত্যাগ করেন।

সী। না সখী, আমি বিদায় নিয়ে এসেছি।

স। তবে চলো তুমি আমার কাছেই থাক্‌বে, যেমন এতদিন ছিলে।

সী। সে আর এখন হয় না। পতি-পরিত্যক্তার কোথাও স্থান নেই।

স। তবে আগুনেই প্রবেশ কর্‌বে?

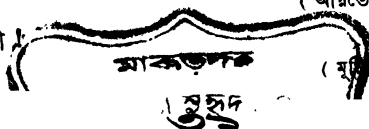
সী। নিশ্চয়। পারো ত এই চিতাক্ষেত্রে এসে মাঝে মাঝে দু ফোঁটা অশ্রু উপহার দিয়ো।

স। ওঃ রামচন্দ্র, তুমি মানুষ নও, পিশ্—

সী। আবার? আচ্ছা, আগে আমার কান বধির হোক্।

(অগ্নিতে প্রবেশ করলেন)

স। সখী! সখী!



(মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন)

স। গেল, গেল, সব শেষ—
চক্ষে আর দেখা নাহি যায়।

(চোখে হাত দিয়ে মুখ নীচু করলেন)

(সরমা উঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মত অগ্নিকুণ্ডের চার পাশে ঘুরতে ঘুরতে গান গাইতে লাগলেন)

(গান)

এসো এসো ফিরে এসো,
সখীগো ফিরে এসো ;
আমার আকুল শূন্য নয়নে
পুণ্যচরিতে এসো।
জ্বলিছে আগুন ধূ ধূ করে ওই
বিশ্ব নিখিল জুড়িয়া,
সুখ-সীতা মোর তার মাঝে পড়ি
ছাই হয়ে যায় পুড়িয়া,
বাঁচাও ফিরাও কে কোথায় আছ
কে আমায় ভালবাসো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিবিরাভ্যন্তর রামচন্দ্র অধীরভাবে পাদচারণা করচেন।

হানিয়াছি বজ্র তব কুসুম-হৃদয়ে
পরুষ বাক্যের। হায় মোর মুখ হতে
বিনির্গত বলে বুঝি বজ্রেরও অধিক
সুকঠোর—কিন্তু অয়ি মুগ্ধে প্রিয়তমে
উপায় ছিল না অন্য ; এ আঘাত বিনা
অনল-মজ্জনে তুমি হতে কি তৎপর ?
জানি তুমি অক্লেশেই অক্ষত শরীরে
সমুত্তীর্ণ হবে ঘোর অগ্নি-পরীক্ষায়,
প্রমাণ করিয়া নিজ শুদ্ধি নিরমল
লোকচক্ষে হবে চির-অনিন্দ্য পূজিতা।
এ পরীক্ষা বিন তোমা করিলে গ্রহণ
স্ত্রৈণ কামপরায়ণ এই পরিবাদ
থাকিত সংসক্ত হয়ে আমারো এ নামে,
বাজিত যা অহর্নিশ বিষশল্য সম
তোমারি অন্তরে। তাই, তাইত আমার
অন্তরের উৎস হতে উঠিল যখন
শত প্রিয় সম্বোধন প্রেমগর্ভ বাণী

উচ্ছ্বসি অধরপুটে, প্লাবিতে তোমায়,
তখন চাপিয়া তারে সবলে, দিলাম
গলিত লৌহের মত দুঃসহ বচন ;
করিলাম নারীত্বের প্রণয়ের তব
মর্ম্মান্তিক অবমান—তবে তবে প্রিয়া
উদ্দেশ্য বুঝিয়া মোরে করিও মার্জ্জনা।
অগ্নিস্নাতা হয়ে তুমি আসিবে যখন
তখন দেখিবে আছে সঞ্চিত এ হৃদে
কত সুগভীর প্রেম, আদর সোহাগ
সুমিষ্ট বচনরাশি তোমারি লাগিয়া ;
কিন্তু—কিন্তু—দহিবেনা যদিও কৃশানু
দীপ্ত কৃশ তনুখানি, পবিত্রে তোমার,
যদিও সে এতক্ষণ বিরাজিছ তুমি
অগ্নিমাঝে—রক্তোৎপলদল মাঝে যেন
সুবর্ণ কেশর, তবু—তবু যদি সেই
সর্ব্বভুক্, রসনার লোভ সম্বরণ
করিতে না পারি, করে লেহন কেবল
কোমল বরাঙ্গ তব—যদি সে লেহনে
লেশমাত্র তাপ লাগে—ওঃ ভাবি নাই,
ভাবি নাই পূর্ব্বে ইহা—ওঃ ঝলসিল,
ঝলসিল অঙ্গ মোর—রে বহ্নি লোলুপ
সাবধান ! না—না, আমি একি অসম্ভব

ভাবিতেছি—কিন্তু কিন্তু কি জানি কি জানি—
ও কে ? বৈতালিক ! কর কর মোরে ত্রাণ
নিদারুণ চিন্তা হতে, ঢালিয়া তোমার

(বৈতালিকের প্রবেশ)

সঙ্গীত-সুস্বর-ধারা,—গাও, গান গাও।

বৈ। (গান)

রঘুপতি রাম নয়নাভিরাম

রা। না—না রঘুপতি নয়— সীতা সীতা শুধু।

বৈ। (গান)

সীতাপতি রাম নয়নাভিরাম
সীতা সতীকুলবন্দিতা
রাম রাম বলি আঁখি-নীরে গলি
গেল চলি চির-নন্দিতা।

রা। ওঃ—

বৈ। (গান)

সীতা-শোকে রাম শুনিয়াছিলাম
কেঁদেছিলে নিশিদিন,
সেই সীতা আসি দাঁড়াইল হাসি
বিরহ-মলিনা ক্ষীণ,
তারে মুখ চুমি বুকে নিলে তুমি
হ'ত সে পুলক-স্পন্দিতা।

রা। হ'ত হ'ত জানি—কিন্তু—পারি নাই তবু—

বৈ (গান)

রাম রাম বলি আঁখিনীরে গলি
গেল চলি চির-নন্দিতা।

রা। থাক্, থাক্—যাও, যাও, যাও বৈতালিক।

(বৈতালিকের প্রস্থান)

করেছি যা কেমনে সে কৃতকর্ম্ম আর
ফিরাব এখন? না—না, করিনি অন্যায়:
তোমার মঙ্গল লাগি, দিয়ে থাকি যদি
কিছু ক্লেশ—স্নেহাতুর জননীও দেয়
সান্তনের ব্রণ কাটি ছুরিকার ধারে।
আর যদি—আর যদি করে থাকি দোষ,
আমরণ কাল ধরি সংশোধিব তায়,
যত্নে অনুরাগে—হায় সরল লক্ষ্মণ,
ভক্তি প্রীতি মমতায় তব পদাম্বুজে
উৎসৃষ্ট পরাণ, হয়ে আছে রুষ্ট অতি
আমার উপর—বুঝি ভাবিয়াছে মনে
সন্দিহান হয়ে আমি সতীত্বে তোমার
করেছি এ ক্রূর কর্ম্ম—আমি কি জানিনা
অনন্য-হৃদয়া তুমি, করিয়াছি জয়
যুদ্ধ শুধু তোমারি ও পাতিব্রত্যগুণে?
জানি না কি তব অগ্নি-শিখায় রাবণ

ভস্মীভূত হত যদি পতঙ্গ-প্রয়াসে
মনেও ধর্ষিত তোমা, অপ্রধর্ষ্যা তুমি ?
স্পর্শ যা সে করেছিল হরণের কালে
সে শুধু সৃজিতে তার মৃত্যুর কারণ।
অযোনি-সম্ভবা তুমি জাহ্নবীর মত
শাশ্বত পাবনী, হায় কে আছে নিখিলে
কলুষিবে অঙ্গ তব অমেধ্য পরশে ?
কিন্তু কই—এখনো ত আসিছনা তুমি,
এখনো কি হয় নাই পরীক্ষার শেষ ?
এসো এসো প্রিয়তমে প্রতীক্ষা-কাতর
রয়েছে বল্লভ তব—

(অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে আবিষ্ট ভাবে
কিছুক্ষণ রইলেন—পরে ধীরে ধীরে
চোখ বিস্ফারিত করে শূন্যে চেয়ে)

ওই যে—ওই যে
এসেছ, এসেছ—এস কুণ্ঠিতা প্রেয়সী ;
কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রে ধীরপদক্ষেপে
আসিতেছ কেন ?　এসো ঝটিকার মত,
মীঞ্জর-গুঞ্জন তুলি—আঃ, নাসিকায়
পশে তব কুন্তলের স্নিগ্ধ পরিমল,
বিলম্ব সহেনা আর—অধীর চঞ্চল
হয়েছে হৃদয় গাঢ় মিলনের লাগি।

এসো এসো বিসর্জ্জিয়া ভীতি অভিমান,
ও কি, অশ্রুকণা কেন নয়নের কোণে ?
মুছ মুছ, এসো আমি দিই মুছাইয়া—
(হাত বাড়িয়ে) এসো মোর প্রসারিত ভুজবল্লী-পাশে
দিতে নিতে চুম্বনের সুচিরবাঞ্ছিত
ঘন বিনিময়—এসো তপ্ত তৃষাতুর
এ বক্ষের আলিঙ্গন-নিবিড় বন্ধনে ।

(কল্পিত সীতাকে আলিঙ্গন করে)

আঃ সীতা—সীতা ! প্রিয়ে ! কতকাল পরে—

(উদ্‌ভ্রান্তের মত লক্ষ্মণের প্রবেশ)

দাদা ! দাদা !

কে, লক্ষ্মণ ! সীতা কই মোর ?

তুমি এলে—সে কোথায় ?

কোথায় ? কোথায় ?

হায়, দেখো দেখো দাদা
অম্বর-চুম্বিত ওই লেলিহান-শিখা
তরঙ্গিত অনল-সাগর ।
ওরই মধ্যে দিছি বিসর্জ্জন
স্বুবর্ণ-প্রতিমা, মোর মাতৃসমা দেবী ।
সুচির-আরাধ্যা চির-পবিত্রা জানকী
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী,—ধূমাইছে ওই

শূন্য নীলিমায়।

রা। ধূমাইছে! না না ভাই, সাধ্য কি যে দহে
চিত্রভানু দেহ তার।

। হায়রে দূরাশা!
এই ভ্রান্ত অলীক বিশ্বাসে
অমূল্য জীবন লয়ে খেলিলে নির্ভয়ে
জ্ঞানশূন্য বালকের কৌতুকের খেলা?
গেছে গেছে, দগ্ধ হয়ে গেছে
সে লাবণ্য, সেই তেজ, সেই পবিত্রতা
সেই স্নেহ মমতার অপার্থিব খনি!

রা। (সভয়ে)
দেখিয়াছ অগ্নিমাঝে করি নিরীক্ষণ?

।ল। দেখিয়াছি বারবার, চিহ্নমাত্র নাই।
হায়রে লক্ষ্মণ!
কার তরে ক্ষুৎপিপাসানিদ্রাহীন হয়ে
সমাধিস্থ যোগীসম করিলি পালন
চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী সুকঠোর ব্রত?
কার তরে—কার তরে? কারো তরে নয়—
কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই তোর।

(ভূমিতলে লুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন)

।রা। দহিল অনল তবে সত্যই দহিল
সামান্যা রমণী জ্ঞানে নিষ্পাপ নির্ম্মল

পবিত্রতাময়ী মোর প্রেম পুত্তলিরে ?
আর আমি—আর আমি দিলাম আহুতি
নির্ব্বিচার অনলের ঘৃণ্য বুভুক্ষায়
মোর প্রাণাধিকপ্রিয়া সহধর্ম্মিনীরে
যজ্ঞীয় পশুর মত ! এই ভর্ত্তা আমি !
এই কি রক্ষক সেই নির্ভরশীলার !
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, মিথ্যা অপকীর্ত্তি-ভয়ে
নিতান্ত নৃশংস সম এ কী করিলাম ?

ল। কি করিলে তুমি জান, যশোলিপ্সা তরে,
তুমি জানো যশোলিপ্সু—আমি শুধু জানি
হারায়েছি চিরতরে শক্তি শান্তি মোর ;
নিজ হস্তে নিভায়েছি আনন্দ-প্রদীপ ।
(উঠে দাঁড়িয়ে) ওঃ সাঙ্গ আজি—
সাঙ্গ আজি লক্ষণের যুদ্ধ-ব্যবসায়
অসি চর্ম্ম ধনুঃশর আর না ধরিব ।

(ধনুঃশর ত্যাগ করলেন)

দাও দাদা বিদায় আজিকে
আজন্ম সেবকে তব ।
চলে যাই ধরিত্রীর বক্ষোভেদ করি
প্রাণিহীন প্রাণহীন অন্ধ রসাতলে ।

রা। রসাতলে ! যাবে তুমি ! আমি কোথা যাব ?
কোথা গিয়া জুড়াইব ? হায় কোথা গিয়া

অনন্ত নরকজ্বালা করিব নির্ব্বাণ ?
স্বেচ্ছায় বল্কল পরি সৌধ তেয়াগিয়া
অরণ্য-প্রবাসে মোর যে হল সঙ্গিনী,
পথশ্রমক্লান্ত হলে করিত যে মোর
বিনিদ্র রজনী জাগি পদ সংবাহন,
প্রিয়তমা সম্বোধনে প্রতি অঙ্গে যার
কদম্বের শিহরণে ফুটিত পুলক,
তারে তারে কোন্ প্রাণে—

(বক্ষে করাঘাত করে চোখ বুজলেন ;
আলুথালু রুক্ষ চুলে মন্দোদরীর প্রবেশ ।
তাঁর চক্ষে অস্বাভাবিক দীপ্তি)

রাম কই ? রাম কই ? তুমি বুঝি রাম ?
শোনো রাম ধনুর্দ্ধর—তব শরাঘাতে
হয়েছি বিধবা আমি রাণী মন্দোদরী ;
চন্দ্র সূর্য্য ভৃত্য যার, কিন্তু যার মুখ
স্পর্দ্ধা করে নাই তারা কখনো হেরিতে,
লজ্জাহীনা ভিখারিণী সম
আজি সে ভ্রমিছে পথে, তোমারি কৃপায় ।
কিন্তু যাক্ আত্মকথা, দেখিতে এলাম
হয়েছ কেমন সুখী সীতার মিলনে ।

রা। অয়ি দশানন-পত্নী লভ তৃপ্তি শুনি
ভর্ত্তৃ-হন্তা শত্রু তব প্রপীড়িত এবে
ভস্মীভূতা জানকীর সুচির বিচ্ছেদে।

ম। হাঃ! হাঃ! তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে বুঝি?

রা। সত্য অনুমান তব।

ম। হাঃ হাঃ তবে মোর
ফলিয়াছে আশীর্ব্বাদ—হাঃ হাঃ ধর্ম্ম আছে।
শোন রাম, সীতা যবে আনন্দিত-মতি
শিবিকারোহণে ধায়, বাণিজ্য-তরণী
স্ফীতবক্ষে ধায় যথা তরঙ্গ ভেদিয়া,
কহিলাম গলদশ্রু মুখে—
যেতেছ রাঘব-ভার্য্যা পতি-সম্মিলন-
মহোৎসবে, অনাথিনী করিয়া আমায়;
কিন্তু আমি যদি সতী হই,
ক্ষণিকের মেঘমুক্ত সৌভাগ্য-তপন
অকাল-জলদাবৃত হইবে আবার;
হেরিবেন রামচন্দ্র তব মুখচ্ছবি
হেরে যথা নেত্ররোগী দীপবর্ত্তিকায়।

ল। তাই, তাই সর্ব্বনাশ ঘটেছে মোদের,
মতিচ্ছন্ন হয়েছিল অগ্রজের তাই।
মন্দোদরী তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
পাঠাই তোমারে নৈকষেয় সন্নিধানে।

(ধনুকে শর সংযোজন করলেন)

রা। (লক্ষ্মণের হাত ধরে)
সংহর সংহর ভাই তব তীক্ষ্ণ বাণ,
শরব্য্য নহেক ওই দুর্ভাগিনী নারী।
নারীহত্যা-অপযশ-কলঙ্ক-রেখায়
মোর সম কেন আর চিহ্নিবে ললাট ?

ম। হাঃ হাঃ আছে, দয়া আছে তোমার শরীরে,
কিন্তু দয়াময় এত দয়া কেন আর ?
নারীহত্যা করিবে না ! নারীর পতিরে
হত্যা করি বাঁচাইছ নারীর জীবন !
জাননা এ জীবনের অর্দ্ধাংশ গিয়াছে
পতির জীবন সনে, পরলোকপারে
পরিচর্য্যা তরে—আর রয়েছে পড়িয়া
অর্দ্ধাংশ পতির যত স্মৃতিচিহ্নগুলি
জড়ায়ে জড়ায়ে বুকে করিতে ক্রন্দন ?
দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে পলে ও বিপলে
তিলে তিলে দগ্ধ হতে স্মৃতির চিতায় ?

রা। সান্ত্বনা কি দিব তোমা রাক্ষস-মহিষী ?
পার যদি কিছু শান্তি লভ চিন্তা করি
সমদুঃখী আমি তব

ম। কেন বীরবর ?
কেন সমদুঃখী হবে ? বীরের কি সাজে
দুঃখ শোক এক তুচ্ছ নারীর কারণ ?

তাহলে কেমনে আর দেখাবে তোমার
বীরত্ব দ্বিতীয় রণে দ্বিতীয় লঙ্কায় ?
কেমনে দেখিবে বল অশ্রুহীন চোখে
ধরণী-ধূসর-স্তনী বিকীর্ণ-কুন্তলা
শত শত্রুনারীগণে ? হাসো, হাসো বীর,
বীরের কেবল পত্নী বিজয়-গৌরব।

রা। বিজয় গৌরব ! ওই বিজয় গৌরবে
হাসিছে করাল কাল—ওই শুধু বীর
অজিত অমিত-শক্তি—চূর্ণ করিয়াছে
সকল বীরত্ব মোর ওই দণ্ডদাতা।

ম। এত শীঘ্র বীরত্বের হল অবসান ?
জানি হবে। বুঝাইতে পরের বেদনা
বিধাতার এই এক অমোঘ কৌশল।
কাঁদিতেছ ? কাঁদো—কাঁদো—এবার বুঝিবে
কি মর্ম্ম-যাতনা লয়ে মুছিব অচিরে
সীঁথার সিন্দূর-রেখা, ভাঙিব কেমনে
এই রত্নকঙ্কণের আয়তী-লক্ষণ।

রা। আয়তী সিন্দূর তব ভাঙিতে মুছিতে
হবেনা রাবণ-প্রিয়া, মোর আশীর্ব্বাদে
রাবণের চিতাবহ্নি নিভিবেনা কভু।

ম। নিভিবেনা ?

রা । 　　　　　　　　নিভিবেনা তোমার নয়নে,
যেমন সে নিভিবেনা রামের বুকের
শোকচিতাবহ্নি রাম আছে যতদিন ।

ম । 　　রামচন্দ্র, যমজয়ী পতিরে আমার
বধিয়াছ যবে, আমি তখনি জেনেছি
তুমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন আশীর্ব্বাদ তব
অবশ্য ফলিবে । 　বেশ, আমিও তোমায়
করিলাম আশীর্ব্বাদ—কিছু মনে মনে ।
চলিলাম, মিটিয়াছে মনোসাধ মোর,
ঝরায়েছি সংসারের শোকদুঃখদাতা
লীলাময় পাষাণের নেত্রে বারিধারা ।

(মন্দোদরীর প্রস্থান)

রা । 　　গেল চলি উন্মাদিনী—ওরই মত আমি—
আমিও উন্মাদ হতে যদি পারিতাম ।

(হনুমানের প্রবেশ)

হ । 　　কোথা মা জানকী মোর পিতৃব্য লক্ষ্মণ ?

ল । 　　কোথায় মারুতি ? 　আমি জানিনা কোথায় ;
রাক্ষস-সাগর মন্থি ও মন্দার-ভুজে
তুলিলে যে রত্ন তুমি, গিয়াছে হারায়ে ।

হ । 　　হারায়ে গিয়াছে ! 　আমি পবন-নন্দন
থাকিতে জীবিত মর্ত্ত্যে ! 　কোথায় হারাল ?

ল। কোথায় আমারে কেন, জিজ্ঞাস হুতাশে,
জিজ্ঞাস দাদারে মোর, যিনি সমর্পণ
করেছেন হুতাশনে বিশুদ্ধির তরে।

হ। হুতাশনে সমর্পণ আমার মাতারে!

(সহসা গর্জ্জন করে

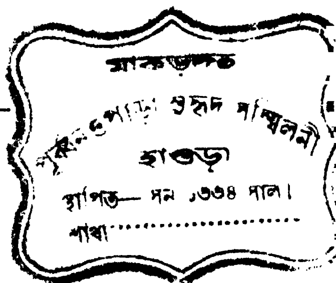
উত্তাল বারিধি আমি করেছি লঙ্ঘন
একলম্ফে যার তরে, অশোক-উদ্যানে
বিষাদিনী মূর্ত্তি যার করি নিরীক্ষণ
পাঠায়েছি মৃত্যুপুরে লক্ষ রক্ষ-শূরে
দগ্ধ করিয়াছি স্বর্ণ-লঙ্কার দেউল,
তার তরে দেখ আজ কি করিতে পারি!
রামচন্দ্র সাবধান! আত্মরক্ষা কর।

রা। হনুমান বৎস হনুমান!—

হ। নহি আর বৎস আমি বীভৎস দারুণ;
দুই মূর্ত্তি পাশাপাশি মোর বক্ষোমাঝে
ছিল স্বর্ণ-সিংহাসনে, একটি তাহার
মুছে গেল যদি আজ, মুছিব নিশ্চয়
অচিরে অপর মূর্ত্তি, ধর ধনুর্ব্বাণ—
অশনি-সম্পাত সম বজ্রমুষ্টি মোর
পড়িবে তোমার শীর্ষে, হানিব উপাড়ি
বক্ষে তব হিমাদ্রি ও সুমেরুর চূড়া;
অরাম করিয়া পৃথ্বী লভিব বিরাম।

রা।　　অরাম হয়েছে পৃথ্বী, রামচন্দ্র নাই !
এই যা দেখিছ মোরে, ছায়ামাত্র তার !
ভাঙিল যে হরধনু অবলীলাক্রমে,
একবাণে সপ্ততাল করিল বিদার,
বালী কুম্ভকর্ণ আর রাবণে পাড়িল ;
সে রাম কি আমি ?　দেখ নাহি শক্তি মোর
আপনার দেহভার করিতে বহন,
চলোর্ম্মিতাড়িত বংশদণ্ডের মতন
বিকম্পিত পদদ্বয়।　মাতৃবক্ষ হতে
শিশু যদি উঠে বক্ষে হানে মুষ্ট্যাঘাত,
ছিন্নমূল তরু সম পড়িব ভূতলে।
এ দুর্ব্বল দেহ লয়ে জীবন ধারণ
কেমনে করিব আর ?　চল চল যাই
সীতার চিতার পার্শ্বে, দেখিবে নয়নে
পত্নী-সহমৃত হয় কেমনে যে পতি।

(রামচন্দ্রের বেগে প্রস্থান। হনুমান ও লক্ষ্মণ শশব্যস্তে তাঁর অনুসরণ করলেন)



দ্বিতীয় দৃশ্য

—০—

(লঙ্কার পথ—কালনিমির প্রবেশ)

কা। একেই বলে ফুটো বরাত—এত তোড় জোড় সব ফসকে গেল—না পেলুম লঙ্কা না পেলুম মুকুট। আবার বলে যুদ্ধ করো—বাবা! শেষে প্রাণটাও দিয়ে যাই আর কি—ওই যে মাল্যবান আস্‌ছেন—

(মাল্যবানের প্রবেশ)

তারপর জেঠামশাই—মুকুটটা কি সত্যই চিতায় দিয়ে এলেন ?

মা। হ্যাঁ—দিয়ে এলুম বৈ কি।—তার জিনিষ তাকে দোব না ?—আহাহা! কি মানানই তাকে মানাতো—

কা। (স্বগত) গলবে না—চিতা নিভলে পাওয়া যাবে—(প্রকাশ্যে) দেখুন, মুকুটটা যে চিতায় দিয়েছেন তা যেন কাউকে বলবেন না।

মা। বল্‌বো বৈ কি। প্রহরীদের বল্‌বো। নৈলে যদি বিভীষণের লোক তুলে নেয়।—

কা। কতক্ষণ প্রহরীরা থাক্‌বে ?

মা। যতক্ষণ না গলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—আর যদি না গলে—তুলে নিয়ে তার নাম করে সমুদ্রে ফেলে দেবে।

কা। কি দরকার জেঠামশাই অত হাঙ্গামে ? আমি বলি কি—ও মুকুটের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে চুপটী করে বাড়ী বসে থাকুন গে—যা কর্‌বার তা আমিই কর্‌বো' খন।

মা। না—না—এ তোমাকে কর্‌লে হবে না—আমাকেই কর্‌তে হবে। আর কারো উপর ভার দিলে 'আমার মন সুস্থির হবে না—আমি

ঘুমোতে পার্ব্বো না—আহাহা!—প্রহরীদের উপরও ভার দেওয়া চল্‌বে না—আমাকেই চিতার সামনে বসে থাকতে হবে।

কা। (স্বগত) হলো। প্রহরীদের যে ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল কর্‌বো সে পথও মার্‌লো (প্রকাশ্যে) আচ্ছা জেঠামশাই রাবণের মুকুট তো গেল—তার জামা, জুতো সব কি হলো?

মা। সে আছে—তোলা আছে—

কা। (স্বগত) তাতেও অনেক হীরে মুক্তো—(প্রকাশ্যে) সে যেন আর চিতেয় দেবেন না—

মা। না! সে যা কর্‌বো সে আমার মনেই আছে। আহাহা!

কা। কি কর্‌বেন?

মা। টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দোব—তারা বেচে খাবে—আর রাবণকে মনে কর্‌বে।

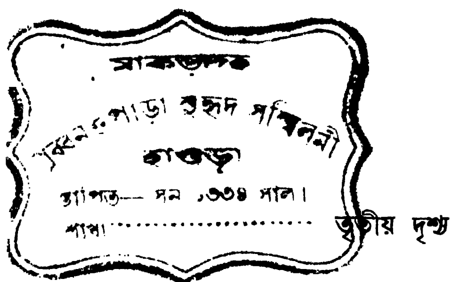
কা। কিন্তু জেঠামশাই—আমি যে ওগুলো আমার প্রাণের ভাগ্নের স্মৃতি-চিহ্ন বলে বাক্সের মধ্যে তুলে রাখতে চাই।

মা। না—না—না—স্মৃতি-চিহ্ন রেখোনা। বুকে যে স্মৃতি-চিহ্ন আছে—তাই যথেষ্ট—তাকে কোন বাইরের জিনিষ দিয়ে ধরে রাখতে যেয়ো না—বাইরের জিনিষ তার চেয়ে বড় নয়। পাছে তার চেয়ে বড় কর্‌তে যাও তাইত আরো বিলিয়ে দোব—এক টুকরোও রাখবো না—আহাহা!

(প্রস্থান)

কা। হায়রে অদৃষ্ট! ছেঁদা ভাঁড়ে কি আঙ্গুল গুঁজলে জল ঠেকায়?

(প্রস্থান)



তৃতীয় দৃশ্য

অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। ধীরে ধীরে দীর্ঘচ্ছন্দে পা বাড়িয়ে রামচন্দ্রের প্রবেশ। তাঁর চোখে উন্মত্তের বিস্ফারিত দৃষ্টি। পিছনে পিছনে রোরুদ্যমান লক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রবেশ।

রা। (একদৃষ্টে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ে)

সীতা, সীতা, মৈথিলী, জানকী !
রামচন্দ্র-নয়ন-কৌমুদী,
রামগাত্রে অমৃতবর্ষিনী !
কথা কও, উঠে এসো,
আহ্বানিছে রাম।
উঠিবেনা ? কহিবেনা কথা ?
অয়ি সতী নিরভিমানিনী
আজ কেন এত অভিমান ?
অলক্ত-রঞ্জিত তব চরণযুগল
বক্ষে তুলি অশ্রুজলে দিব ধোয়াইয়া
দেখি মান ভাঙে কিনা, কহ কিনা কথা।

(অগ্নি প্রবেশে উদ্যত)

দাদা, দাদা কোথা যাও ? ধরিত্রী-দুহিতা
আর্য্যা জানকীর দেহ গিয়াছে মিশিয়া
জননীর পঞ্চভূতে, কোথা পাবে আর ?

রা। নাই, সীতা নাই !
সীতা-শব্দ পড়ে আছে শুধু মোর মুখে !
নীড় আছে, পক্ষী নাই !
ধান্য আছে, নাহি শস্য-কণা !
এ চাতুরী মোর সনে কে করিল ভাই ?
কে করিল কহ হনুমান
রাঘবের হেন সর্ব্বনাশ ?

হ। অগ্নি, অগ্নি, দুরাত্মা পাবক
গ্রাসিয়াছে জননীরে মোর,
লকলক সহস্র রসনা
ব্যাদিত বদন হতে করিয়া বিস্তার—

রা। রে লক্ষ্মণ ! দাও ধনুঃশর,
শতধা বিদীর্ণ করি অগ্নি-অজগরে ;
কিংবা কাজ নাই, এই রিক্ত হস্ত দিয়া
নিষ্পেষিব কণ্ঠ ওর, যতক্ষণ নাহি
উদ্গিরণ করে প্রিয়া জানকীরে মোর।

(অগ্নিকুণ্ডে লাফিয়ে পড়লেন। সহসা অগ্নি নির্ব্বাপিত হলো এবং দেখা গেল সীতা পদ্মাসনে বসে আছেন, অগ্নিদেব নতজানু হয়ে তাঁর পায় স্বর্ণপদ্ম দিচ্ছেন)

রা। সীতা,—সীতা !

ল। দেবী ! দেবী !

হ। মা ! মা !

(লক্ষ্মণ ও হনুমান দৌড়ে সীতার কাছে গেলেন)

অ। রামচন্দ্র লহ সীতা লক্ষ্মীস্বরূপিনী।

রা। বৈশ্বানর ! দেব বৈশ্বানর,
বলো বলো একবার বলো—
এ সীতা সত্যই সীতা, মায়াসীতা নয় ?

অ। কেন এ সন্দেহ রঘুনাথ ?
মায়া যায় স্পর্শে মিলাইয়া,
স্পর্শে কর সত্য অনুভব।

(রাম কম্পিত হস্তে সীতার পদস্পর্শ করতে গেলেন)

সী। ওকি—ওকি আর্য্যপুত্র !

(পা সরিয়ে নিয়ে রামের পায়ের ধুলো নিলেন)

রা। অয়ি পাপভীতে !
আজ হতে রীত-বিপর্য্যয়,
দিও নিত্য এ পাপীরে ও-চরণ-ধূলি।

অ। ও-চরণ-ধূলি পেয়ে আমি পুণ্যবান ;
আমার পরশে নাকি পবিত্রতা লভে
অপবিত্র, কিন্তু আজ আমিও লভেছি
নব পবিত্রতা ওই চরণ-পরশে।

সী। (উঠে দাঁড়িয়ে)

আর্য্যপুত্র কি করিব? দহিল না মোরে
সর্ব্বদাহী অগ্নি, বল সমুদ্রের জল
নিমজ্জিত করিবেনা সেও কি দাসীরে?

রা। সীতা প্রিয়তমে আর দিও না গঞ্জনা,
নিমজ্জিত হবে যদি, এস বক্ষে মোর—
অতল প্রেমের সিন্ধু উদ্বেল যথায়।

(সীতার হাত ধরলেন)

সী। ছাড়ো প্রভু, কি বলিবে অযোধ্যার প্রজা
দেখে যদি এই দৃশ্য?

রা। ক্ষমা কর প্রিয়ে,
ক্ষমা কর অনুতপ্ত স্বামীরে তোমার,
নতুবা জীবন ভরি এ নয়নদ্বয়
শুষ্ক নাহি হবে।

সী। মুছ অশ্রুধারা নাথ।

(আঁচলে রামের চোখ মুছিয়ে দিলেন)

রা। ক্ষমা যদি কর তবে কহিব পশ্চাতে
কি কারণে—

সী। থাক্ আমি চাহিনা শুনিতে,
ভুলিয়াছি সব ব্যথা স্বপ্নের মতন।

(লক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রতি)
হে বৎস লক্ষ্মণ আর পুত্র হনুমান,
অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে গণ্ডে তোমাদের,
কেঁদেছিলে মোর লাগি, পাপীয়সী আমি
এত শীঘ্র মরিতে কি পারি কোন মতে ?
দিয়াছি অনেক কষ্ট, আরো কষ্ট দিব।

হ। মার দেওয়া কষ্ট, চেয়ে সুখ কিবা আর ?

ল। সুমিত্রা-জননী চেয়ে তুমি মোর মাতা !

হ। একলম্ফে লঙ্ঘিয়াছি কি ক্ষুদ্র সাগর,
লঙ্ঘিবারে পারি এবে বিশ্বচরাচর !

ল। চল হনুমান, চল উগ্রচণ্ডা-পদে
বক্ষের শোণিত-জবা করিগে অর্পণ।

(লক্ষ্মণ ও হনুমানের প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে বিভীষণ ও সরমার প্রবেশ)

বি। (সরমার প্রতি)
এই জন্য তুলেছিলে ক্রন্দনের রোল ?
অগ্নিমাঝে দহ্যমান এই তব সখী ?

অ। বিভীষণ মিথ্যাবাদী নহে পত্নী তব,
সর্ব্বভুক হয়ে তবু জীর্ণ করিবারে
নারিলাম ওই পুষ্প-সুকোমল তনু।

স। সখী ! সখী !

(হাত বাড়িয়ে সীতার দিকে অগ্রসর হলেন)

সী । (সরমাকে আলিঙ্গন করে)

সখী-প্রীতি-রজ্জু দিয়া তুমি
টানিয়া তু লছ মোরে জীবনের তীরে
মৃত্যু-কূপ হতে।

অ : এবে চল মোরা যাই,
সখীদ্বয়-প্রণয়ের অবাধ উচ্ছ্বাসে
দিই অবসর।

(আগে আগে অগ্নি ও বিভীষণের প্রস্থান, তাঁদের পিছনে রামচন্দ্রের প্রস্থানোদ্যম। যাবার সময় তিনি ফিরে ফিরে সীতাকে দেখতে লাগলেন)

স : (তির্য্যক দৃষ্টিতে রামের ভাব নিরীক্ষণ করে)
সখী, ডাকো কান্তে তব।

সী। আর্য্যপুত্র !

রা। প্রিয়তমে !

(সীতার কাছে গেলেন)

সী : এই সখী মোর
তোমার বিরহ-ক্লেশ-তিমিরগুণ্ঠিত
চেড়ী-অত্যাচার-বিভীষিকা-কণ্টকিত
অশোক-উদ্যানে হয়ে স্বর্ণ দেউটি
ছিল পার্শ্বে মোর, দিতে ক্ষীণরশ্মি আশা,
ক্ষীণ সান্ত্বনার বাণী।

বিভীষণ-প্রিয়া,

লহ কৃতজ্ঞতা মোর, লহ নমস্কার।

(সীতার প্রতি)

বল সখি বল তব প্রাণকান্ত শূরে
নাহি প্রয়োজন মম ও বদান্য দানে।
দিতে হয় যদি দান প্রার্থনার মত
দিন মোরে অগ্নিদগ্ধা সখীটি আমার,
তুচ্ছ বলি ত্যাগ যারে করিয়াছিলেন,
অগ্নিদাহে মূল্য যার আরো কমিয়াছে।
তীব্র রসিকতা তব সঙ্গর সরমা,
দিওনা আঘাত আর আর্য্যপুত্র-প্রাণে।
তুমি সখী বড় স্নিগ্ধ বড় লঘু নারী।

(হাস্যমুখে)

প্রেয়সীর সখী তুমি সরমা সুন্দরী
সখীপদবাচ্যা মোর, তোমার বিদ্রূপ
শিরোধার্য্য করিলাম, কিন্তু জেনো সখী—
অগ্নিদাহে মূল্য কমে সকল বস্তুর
শুধু সুবর্ণের বাড়ে, সুবর্ণ-প্রতিমা
সখী তব, ত্যাগ তাঁরে করি নাই আমি
স্বত্ব তেয়াগিয়া— শুধু দিয়াছিনু তাঁরে
ক্ষণিক আহুতি কুণ্ডে—দানযোগ্য নহে
প্রত্যর্পিত সে আহুতি—

স। 　　　　　　　　　　ক্ষণিক আহুতি !
জিজ্ঞাসা করিবে সখী বারেক কি তব
সদয় হোতারে, যদি দেব বৈশ্বানর
কৃপা করি ফিরায়ে না দিতেন তোমায়
কোথায় থাকিত এত রসবাক্যছটা ?
কোথায় থাকিত স্বত্ব ? পুনর্গ্রহীতার
কৃপণতা ? আহুতির যোগ্যই ত বটে
সহধর্ম্মিনীর দেহ, স্বামী যে নারীর
চিরন্তন অধিকারী, সর্ব্বময় প্রভু।
নিবেদন কর সখী আরো কান্তে তব
অপূর্ণ আহুতি যাহা রহি গেল হেথা
গৃহে গিয়া পূর্ণাহুতি দেন্ যেন তাই।

সী। 　সরমা ! সরমা !

রা। 　　　　　　　　　প্রিয়ে, সখীরে তোমার
বল, আমি ধন্য তাঁর কঠোর শাসনে।

স। 　(ঈষৎ হেসে)
শাসনে যে ধন্য হয়, মনে রেখো সখী
শাসন-শৈথিল্য করি, কখনো তাঁহায়
করোনা অধন্য—তুমি অগ্নিশিখা হয়ে
যেমন জ্বলেছ ভস্ম করিতে লঙ্কায়,
তেমনি জ্বলিও নিত্য পতির ভবনে
জ্বালায়ে করিতে ভস্ম, যত ক্ষুদ্র হোক্

তাঁর দেবচরিত্রের মানবিক ত্রুটি ।

(ঈষৎ হেসে)

অগ্নিশিখা সনে হেন তীব্র ঘৃতাহুতি

জীবনের যজ্ঞে যেন জন্মে জন্মে পাই ।

(চেড়ীগণের প্রবেশ ও নৃত্য সহকারে গান)

(গান)

অপরূপ তুমি অপরূপ তুমি

অপরূপ তুমি রাম,

কঠিনে কোমল, রুদ্রে মধুর

ভীষণেও সুললাম ।

তুমি অনলে দহিলে ভার্য্যা,

অশ্রু-সলিলে সিঞ্চিয়া তারে

ডাকিলে প্রেয়সী আর্য্যা ;

তোমার পাষাণে প্রেম-নির্ঝর

ঝরে আজি হেরিলাম ।

